29

তারিখ 10 DEC 1997
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

দৈনিক ইনকিলাব

শ্লোগানবাজি দিয়ে শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব নয়

মেজর আসাদুজ্জামান

মূলত বৃটিশ আমল থেকেই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন করার বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু এটা পরাধীন জাতি বিধায় কিছু কেরানী বা অর্ধশিক্ষিত যুবক তৈরী ছাড়া অন্য কোন পরিকল্পনা ছিল না। পাকিস্তান আমলেও আতাউর রহমান খান-এর নেতৃত্বে প্রথমে ১৯৫৭ সালে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। তারপর ১৯৫৯ সালে ডঃ এসএম শরীফ সাহেবের নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশনের যে রিপোর্ট পেশ করা হয় তাতে স্বল্পকালের ভেতর ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করার প্রস্তাব দেয়া হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ডঃ খুদরত-ই-খোদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশনের পূর্ণাংগ রিপোর্ট পেশ করা হয় ১৯৭৪ সালে। ১৯৮৩ সালের ভেতর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করার প্রস্তাব রাখা হয়। বিভিন্ন জাতের স্কুল তুলে দিয়ে একই জাতের ও মানের স্কুল প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু বারবার সরকার পাল্টায় সংগে পাল্টায় শিক্ষা নীতি, সেই সাথে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় সমগ্র জাতি। যেমন– ৮০ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে যে অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শিক্ষকরাই শিক্ষাদান করে থাকেন, সেই শিক্ষকদের অবহেলা-অবজ্ঞার চোখে দেখার অর্থই শিক্ষাকে দূরে ঠেলে ফেলে দেয়া। বর্তমান বিশ্বে শিক্ষাই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। যে জাতি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় যত অগ্রসর, সে জাতি ততই উন্নত। অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে তারা শক্ত অবস্থায় অবস্থিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইউরোপ ও দূরপ্রাচ্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বিশ বছর যেতে না যেতেই আবার মাথা তুলে দাঁড়াল। কারণ তাদের ছিল এক অতি উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার প্রয়োগ করতে হলে শিক্ষার প্রয়োজন পড়ে সর্বোপরি। শিক্ষা উন্নতি ও পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত ওতপ্রোতভাবে। কোন এক মহান ব্যক্তি বলেছিলেন, 'আমাকে কর্মসংস্থান বা বাসস্থান কিছুই না শুধু একটি শিক্ষিত জাতি দাও, আমি সমস্ত সমস্যা মিটিয়ে ফেলব'। পৃথিবীতে শিক্ষা ছাড়া কোন দেশ বা জাতি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে– এ রকম দৃষ্টান্ত নেই। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ উন্নত অথবা উন্নয়নশীল উত্তরোত্তর শিক্ষার পিছনে ব্যয় বৃদ্ধি করে চলেছে। সুপরিকল্পিত ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভংগি দিয়েই শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরী করে যাতে অতি অল্প সময়ের ভেতর অধিকসংখ্যক বালক-বালিকাকে শিক্ষিত করে তোলা যায়। এমনকি পাকিস্তানের মত দেশ শিক্ষার জন্য ২.২% জিএনপির ও ৮% জাতীয় বাজেটের ব্যয় করে এবং আগামী বছর থেকে ৪% জিএনপি ও ২০% জাতীয় বাজেটের ব্যয় করার পরিকল্পনা করেছে।

মালয়েশিয়া তার জিএনপির ৭% ও জাতীয় বাজেটের ২৬% বেসিক শিক্ষার জন্য এবং থাইল্যান্ড ৩.৮% জিএনপির এবং ২০% জাতীয় বাজেটের। ভারত আমাদের প্রতিবেশী দেশ ব্যয় করে ৩.৭% জিএসপিতে এবং জাতীয় বাজটের ১১% ব্যয় করে থাকে শিক্ষার পিছনে। সেখানে বাংলাদেশের জিএনপির ৩.৬% জাতীয় বাজেটের ১১.২% ব্যয় ধরা হয়েছে। যেটা নিতান্তই অপ্রতুল। এই সামান্য অর্থের ভেতরও দুর্নীতি, অপচয় ও অপব্যয়ের মত লাল ঘোড়ায় সাবাড় করে ফেলে– যার দরুন সত্যিকার অর্থে শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় খুবই সামান্য। দেশের বিভিন্ন জাতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পেছনে বাৎসরিক ব্যয়ের একটি তালিকা দেয়া গেল, তাতে বোঝা যাবে সত্যিকার শিক্ষার পেছনে কত ব্যয় হয়।

সরকারী প্রাথমিক স্কুল.....	৮০০/- টাকা (শিক্ষার্থীদের প্রতি ব্যয় বাৎসরিক)
বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল.....	২০৮/- টাকা
সরকারী মাধ্যমিক স্কুল.....	১৯৭১/- টাকা
বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল.....	১১০০/- টাকা
ক্যাডেট কলেজ.....	৪০,৩০০/- টাকা (শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাজেট বরাদ্দের হিসাবে)।

(চলবে)